কাবেদুল ইসলামের

ছড়া ও কিশোর কবিতা

ছড়া ও কিশোর কবিতা
কাবেদুল ইসলাম

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৯

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
ওয়াসিউল ইসলাম বর্ষণ

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৩৫০ টাকা

Chhara o Kishor Kabita (a collection of rhymes and juvenile poems) by Kabedul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: August 2019
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 350 Taka RS: 350 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94239-2-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

দশম শ্রেণি পড়ুয়া আমার ছোটোছেলে
ওয়াসিউল ইসলাম বর্ষণ
এবং
তার মতো শিশু-কিশোরদের
উদ্দেশে

কাবেদুল ইসলামের প্রকাশিত কাব্য ও ছড়া গ্রন্থ

নৈঃশব্দ্যের কালবেলা ১৯৮৭
তোমার জন্যে কবিতা ১৯৯১
অলৌকিক সনেটগুচ্ছ ২০০২
অন্তর্গত দ্বৈরথ ২০০২
আমি ইতিহাসের কথা বলছি ২০০৫
একটাই দেশ ঠিকানা আমার ২০০৬
কয়েক লাইনের কবিতা ২০০৭
সনেট শতক ২০০৭
কাবেদুল ইসলামের ১০০ রুবাই ২০০৯
স্বীকারোক্তি ও দুর্বোধ্য রমণী ২০১০
হে প্রশান্তি হে বৈদগ্ধ্য ২০১১
দূরের মেঘ কাছের বৃষ্টি ২০১৪
কাবেদুল ইসলাম রচনাবলি : কবিতাসমগ্র ২০১৬
রুবাইয়াত-ই-কাবেদুল ইসলাম ২০১৭
আমার গৃহ আমার তীর্থ ২০১৭
এসো লীন হই মানবব্রতে ২০১৭
কাবেদুল ইসলামের আরও ১৫০ রুবাই ২০১৮
ছেঁড়াখোঁড়া পংক্তিমালা ২০১৮
কাবেদুল ইসলামের সনেট ২০১৯
নিদাঘে রচিত পদ্য ২০১৯

এক যে ছিল বুড়ো ২০০৯
আমার যখন স্বপ্ন চোখে ২০১৬

সূচিপত্র

একটাই দেশ ঠিকানা আমার ৯
একটি জাতির স্বপ্ন ছিল ৯
বাংলা মায়ের বীরসেনানী ১০
দেশের গান ১১
দেশপ্রেমের ঢেউ ১১
জন্মভূমি ১৩
কোথায় গেল? ১৩
নদী ১৫
এই বাংলা ১৫
বাংলাদেশের গ্রাম ১৬
সোনালী আঁশ ১৭
দেশ এগোচ্ছে ১৮
সত্যিই, কী বিচিত্র এই দেশ! ১৮
এই চিঠিটা ১৯
মা ১৯
গুরু-শিষ্য খেলা ২০
প্রতিজ্ঞা ২১
পড়ালেখা ২২
স্কুলে যেতে চাই ২৩
স্কুল ব্যাগ ২৩
গলির ধারের যে ছেলেটা ২৪
ঈদের উপহার ২৫
বোকা খোকা ২৫
কাজ, শুধু কাজ ২৬
আমার যখন স্বপ্ন চোখে ২৬
বলতে পারো? ২৭
আমার প্রার্থনা ২৭
একটা ছেলে ২৮
আদুরে মেয়ে ২৯
ঢাকার ছড়া ১ ৩০
ঢাকার ছড়া ২ ৩০
ঢাকার ছড়া ৩ ৩১
ঢাকার ছড়া ৪ ৩১
ঢাকার ছড়া ৫ ৩২
ঢাকার ছড়া ৬ ৩২
ঢাকার ছড়া ৭ ৩৩
ঢাকার ছড়া ৮ ৩৪
ঢাকার ছড়া ৯ ৩৪
ঢাকার ছড়া ১০ ৩৫
ঢাকার ছড়া ১১ ৩৫
ঢাকার ছড়া ১২ ৩৬
ঢাকার ছড়া ১৩ ৩৭
ঢাকার ছড়া ১৪ ৩৭
ঢাকার ছড়া ১৫ ৩৮
ঢাকার ছড়া ১৬ ৩৯
ঢাকার ছড়া ১৭ ৩৯
ঢাকার ছড়া ১৮ ৪০
ঢাকার ছড়া ১৯ ৪০
দুশ্চিন্তা ৪১
একটা কিছু করুন ৪১
আক্রোশ ৪১
একজন লোক ৪২
লিমেরিক ৪৩
চাকুরিহীন লোকটা ৪৩
কাজের লোক ৪৪
কোট ৪৫
ভালো হবার শপথ ৪৫
চিমনির কালো ধোঁয়া ৪৬
সস্তা মাল ৪৭
শিবপদর কীর্তি ৪৮
হাড়কিপটে লোকটা ৪৮
লোকটা ৪৯

লোকটা নাকি হদ্দ পাজি ৫০
মনভুলো বাবা ৫০
লোকটা ছিল ৫১
আমাদের রাজা ভাই ৫২
ছমির মিয়ার স্বপ্ন ৫৩
গরম মসলা ৫৩
মামা আর ভাগ্নে ৫৪
কাল্লু মিয়ার সভাপ্রীতি ৫৫
গুম আর ঘুম ৫৬
আজব খবর ৫৭
ভাস্তে ৫৭
দিবাস্বপ্ন ৫৮
পাড়া-পড়শি ৫৯
হারুবাবু ৫৯
বাট্টু মিয়া খাট্টু মিয়া ৬০
ওয়ান্টেড ৬১
মডার্ন গুরু ৬১
ধন্দ ৬২
মিন্টু রোডের পিন্টু মিয়া ৬২
মিস্ট্রেস সাইনি ৬৩
দুনিয়ার বাটপাড় ৬৩
দেলদুয়ারের নটু বাবু ৬৪
ভাওয়ালগড়ের আওয়াল সাহেব ৬৪
নাগরদোলা ৬৫
মাড়োয়ারি তুলসীরাম ৬৬
ইলিশের ছড়া ৬৭
ব্লেয়ার ও বুশ ৬৭
শুল্ক ফাঁকি ৬৮
শ্রমিকের দাবি ৬৯
গ্যাঁড়াকল ৬৯
আকাম ৭০
পদ্মাসেতু ৭০
শীতের মা ৭০
গুডবাই আর টা-টা দেবো ৭১
বিদ্যুৎ ৭১
বিয়েবাড়ি ধুমধাম ৭২
মশ্‌করা ৭২
৭৩ চেয়ার
৭৪ সংসার
৭৪ কালঘুম
৭৫ অলস টাকা
৭৫ রকমারি হাসি
৭৬ হাসির আরও রকমফের
৭৭ সুড়ঙ্গ
৭৭ গুম-খুন
৭৮ আর্মস
৭৯ জঙ্গি
৭৯ শব্দ
৮০ টেকো মাথা
৮০ রডের বদল
৮১ জোচ্চোর
৮১ ক্রসফায়ার
৮২ অ্যাম্বুলেন্স কালচার
৮৩ বাতিক
৮৪ বেকার
৮৪ পেট্রল বম্
৮৫ গাধা
৮৬ গরম হাওয়া
৮৬ চিকুনগুনিয়া
৮৭ লাল কার্ড
৮৭ মশা
৮৮ ফগার মেশিন
৮৯ প্রজনন
৮৯ টাকার নাকি!
৯০ কথা
৯০ বাবুই আর চড়াইয়ের সংলাপ
৯১ চাপ
৯২ ঠক
৯২ জোক
৯৩ একঘেয়ে
৯৩ পদ-পদবি
৯৪ শুভবুদ্ধি
৯৪ নাম আতঙ্ক
৯৫ বর্জ্য

দখল ৯৫
ষণ্ড আর অপোগণ্ড ৯৬
লটকান ৯৭
ইন্টারভিউ ৯৭
ব্যাংকে টাকা ৯৯
হুলো বেড়াল, মেনি বেড়াল ১০০
দিন এসেছে ১০০
বাজেট ১০২
মূল্যবৃদ্ধি ১০২
খাবার ১০৩
বিষ ১০৩
খাদ্য ১০৪
সর্বভুক ১০৪
রোজা এলেই ১০৫
মওকা ১০৫
ভেজাল ১০৬
সাপ্লাই কম, মূল্য বাড়ে ১০৬
সব্জি বাজার ১০৭
ডিম ১০৮
কলা ১০৮
স্বল্পকথন ১০৯
গুরু ১১০
ফাঁস ১১১
যাত্রা ১১১
ওঝা ১১২
রোহিঙ্গা শিশু ১১২
হাল জমানার এক্সিডেন্ট ১১৩
নন্টে আর ফন্টে ১১৪
হুজুর ১১৪
তোমরা এবং তারা ১১৫
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ১১৬
রাজার বাড়ি ১১৬
'মন্থরা'র মুখে আজ ১১৭
চাট্টিখানি কথা! ১১৭
হরতাল ১১৮
ক্যাডার ১১৯
খবর আছে! ১১৯
এ কোন্ যুগে? ১২০
সাহেব মরলে ১২০
জিরো থেকে হিরো ১২১
ভোটের সময় ১২১
ভোট ১২২
লেখা-লেখি ১২৩
ছড়ার দেখা ১২৩
নেশা ১২৪
রাজার মেয়ে ১২৪
এক যে ছিল পাগলা রাজা ১২৫
ইঁদুর-বেড়ালের কিস্‌সা ১২৭
রাজার জীবন ১২৮
খুকুমনির যাদু দেখা ১২৯
এক যে ছিল বুড়ো ১২৯
বনের থেকে ১৩০
কিম্ভূতকিমাকার ১৩১
হদ্দ পাজির হাঁড়ি ১৩২
বেইলি রোডের নেইলি সাহেব ১৩২
বুড়ির দাওয়াত ১৩৩
বাঘ সম্মেলন ১৩৪
এক যে ছিল খেঁকশিয়ালি ১৩৫
মামদো ভূতের নানা ১৩৬
ফ্রিজ ১৩৭
কাঠবিড়ালির বিয়ে ১৩৮
অদ্বিতীয় ঢাকা শহর ১৩৯
নাতি আর হাতি ১৪০
কূটনীতিজ্ঞ পাইক ১৪১
শেয়াল আর কুকুর ১৪২
বর্ষসেরা আর্ট ১৪৩
মুজিব দিয়েছে ডাক ১৪৪

একটাই দেশ ঠিকানা আমার

একটাই দেশ ঠিকানা আমার
সোনার বাংলাদেশ
যেদিকেই দেখি অপরূপ ছবি
সবুজের নেই শেষ।

শ্রমজীবী আর কর্মজীবীর
এখানে মিলনমেলা
নদী ছুটে যায় সাগর মোহনায়
প্রত্যহ দুই বেলা।

আমি তুমি সে বন্ধু সকলে
দেশগড়ার কারিগর
রাত্রি-দিনের শ্রমে-স্বেদে এসো
গড়ি স্বপ্নের ঘর।

এসো করি প্রার্থনা–
বিশ্বসভায় উঁচু হবে মাথা
বাঙালির হবে জয়

দিগন্তে লীন আকাশ-শীর্ষে
লাল-সবুজের পতাকা উড়বে
অজেয়, অক্ষয়।

একটি জাতির স্বপ্ন ছিল

একটি জাতির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার:
স্বপ্ন ছিল মানচিত্রের– সবুজ এবং লাল পতাকার,
শস্যশ্যামল বদ্বীপ ভূভাগ, আকাশ-গলা নীল চাঁদোয়ার
নিম্নে যাহার বইবে নদী, নৃত্য চপল সলিল জোয়ার।

একটি জাতির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল তুলবে মাথা:
দিগন্তলীন মেঘের রাজ্যে– অন্তরীক্ষে, দূর নীলিমায়,
নয়া দুনিয়ার বারুদ-ঠাসা ইস্তাহার ও কাব্যগাথা
লিখবে তারা রক্ত দিয়ে শৌর্যে-বীর্যে, ত্যাগ-তিতিক্ষায়।

একটি জাতির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল আবাসভূমির:
থাকবে না তার শৃঙ্খল পায়, চিহ্ন কোনো ভিন্-গোলামির,
বিদেশ প্রভুর রক্তচক্ষু কাড়বে না ঘুম দিন-রাত্রির,
কর্ম শেষে ফিরবে ঘরে, গাইবে গান সুখ-শান্তির।

একটি জাতির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল সংবিধানের :
নিজের ভাষায় নিজের মতো রচবে তারা ভাগ্যলিখন,
মুক্তিপাগল লক্ষ মানুষ তাই তো সেদিন হানাদারের
দুঃশাসনের উপ্‌ড়ে ছিল বিষ দাঁত আর রাজ-সিংহাসন।

বাংলা মায়ের বীরসেনানী

একাত্তরে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে যারা
তাদের কেন অপাঙ্‌তেয়, তুচ্ছ ভাবো ভাই?
পারলে অমন কীর্তিখানা এক জীবনে করো
ভাববো তখন বাপের ব্যাটা তুলনা যার নাই।

সেদিন যারা ছেড়েছিল জন্মভূমির মাটি
সারাদিনে দু'মুঠো ভাত পায়নি মুখে দিতে,
তবু তাদের চোখে ছিল স্বপ্ন স্বাধীনতার
তাদের মতো দেশপ্রেমিক কোথায় পৃথিবীতে?

বাংলা মায়ের বীরসেনানী লক্ষ ছেলে-মেয়ে
ছিল বলেই পেয়েছি এই সবুজ সোনার দেশ,
তাদের অবদানের কথা ভুলতে যারা চায়
সেসব কুলাঙ্গারের কেন রাখো অবশেষ?

দেশের গান

জেলে-মাঝি কিষাণ-মজুর সবার এ দেশ ভাই
দেশ গড়তে এসো সবাই কাঁধে কাঁধ মিলাই।

সোনার বাংলা ছিল এ দেশ অভাব ছিল না
ক্ষেতে-মাঠে ফলত ফসল রাশি রাশি সোনা
সেই সোনাকে ফিরে পাবো চলো মাঠে ধাই।

এ দেশেরই গাছে-গাছে দোয়েল শ্যামা কতো
ডাক দিয়েছে, গান গেয়েছে বাঁশির সুরের মতো
সেসব পাখির ডাক শুনব পরিবেশ বাঁচাই।

ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া আর জারি-সারি গান
শুনলে নাচন রক্তে ধরে আকূল করে প্রাণ
কণ্ঠে সুরের রেশ ছড়াতে গ্রামে ফেরো ভাই।

ধনী-গরিব নারী-পুরুষ যে, যেখানে আছি
সব ভেদাভেদ ভুলে এসো দেশের জন্যে বাঁচি
দেশ রক্ষায় শপথ নেব অতন্দ্র সেপাই।

দেশপ্রেমের ঢেউ

এমন যদি হতো–
দেখতে পেতাম রয়্যাল বেঙ্গল
বন ফেলে সে ঘুরছে কেবল
আমাদেরই আশে-পাশে
খেলার মাঠে, সবুজ ঘাসে
পোষা প্রাণীর মতো!

এমন যদি হতো–
গভীর জলের কাটিয়ে মায়া
ঝাঁকে-ঝাঁকে ইলিশ ভায়া

কাটত সাঁতার খালে-বিলে
পুকুর দীঘি ডোবা ঝিলে
পুঁটিমাছের মতো!

এমন যদি হতো–
দেখতে পেতাম দুচোখ ভরে
সাঁঝের বেলা ফিরে ঘরে
খাচ্ছে কিনে গরিব রাখাল
জ্যৈষ্ঠ মাসের পাকা কাঁঠাল
আমাদেরই মতো!

এমন যদি হতো–
শাপলা হাজার ফুটত ঝিলে
দল বেঁধে সব বন্ধু মিলে
তুলতাম আর গন্ধ নিতাম
দুহাত ভরে বিলিয়ে দিতাম
খোলামকুচির মতো!

এমন যদি হতো–
চৈত্র মাসের ভরদুপুরে
দোয়েল পাখির মধুর সুরে
মনটা সবার উদাস বায়ে
শহর ছেড়ে দূরের গাঁয়ে
ছুটত ঘুড়ির মতো!

তখন কী আর চাইতো যেতে
দূর বিদেশে কেউ
হৃদয় জুড়ে থাকত যাদের
দেশপ্রেমের ঢেউ?

জন্মভূমি

সাগর নদী বন পেরিয়ে যাচ্ছ কোথায় তুমি?
দাঁড়াও না ভাই একটুখানি পা-টা তোমার চুমি'।
চলার পথে দেখবে কত শহর, পথ, ঘাট
একটু কি ভাই সময় হবে খুলতে মনের হাট?

দেশের খবর-বার্তা নিয়ে যাচ্ছ বহু দূরে
সঙ্গ তোমার পেলে হবে মনটা যে ফুর্‌ফুরে।
হাতটা তোমার ছুঁয়ে দেবো, চুমু দু-আঙুলে
তাতেও যদি মন না ভরে কোলে নেব তুলে।

তুমি যে ভাই আমার দেশের নিশানবাহী দূত
ভুলো নাকো তুমি হলে বাংলা মায়ের পুত।
মন-মুকুরে ভাসুক তোমার দেশের প্রতিচ্ছবি
তুমি দেশের বার্তাবাহক, গায়ক, শিল্পী, কবি।

তাই তো বলি, যেখানে যাও দেশের কথা ভেবো
দেশ এগোলে, তুমি-আমি সকলে এগোবো।
বিদেশ-বিভুঁই মনোলোভা হোক না যতই ভাই
মনে রেখো, জন্মভূমি সবার সেরা ঠাঁই।

কোথায় গেল?

গ্রাম-গঞ্জ নেই আগের মতো
নেই যে সেই পাখি-ডাকা
ভোর
দৃষ্টি-ফেলা মাত্র সবুজ
আনে না আর বিমুগ্ধতার
ঘোর।

গোধূলিতে সারি-বেঁধে
কৃষাণ-বধূর জলকে-চলা
সাঁঝ

অপরূপ সেই চিত্রমায়া
দেখি না তো গ্রামবাংলায়
আজ।

কোথায় গেল দাঁড়িয়াবাঁধা,
হাডুডু আর বোঁ বোঁ গোল্লা-
ছুট?
নিয়েছে তার জায়গা এখন
ফুটবল ও ক্রিকেটের ব্যাট-
বুট।

পিদিম-জ্বলা সন্ধ্যাবেলা
ঝিঁঝিপোকার আস্তানা বাঁশ-
বন,
আর কি পাবো জ্যোৎস্নারাতে
গল্প-শোনায় আকুল-করা
মন?

শাপলা-শালুক ফুটে থাকা
দীঘির অমন কাক-চক্ষু
জল
কোথায় পাবো গাছ-পাড়া সেই
তাজা ঘ্রাণের বিষমুক্ত
ফল?

ঘুঘু-ডাকা গ্রীষ্ম দুপুর
গন্ধ-আকুল আম-মুকুলের
বোল
ভোলা কী যায় শিশুবেলার
দোলনা-ঝোলা দুরন্ত সেই
দোল্!

ও নাগরিক সভ্যতা তুই!
ফিরিয়ে দে আমার সেসব
দিন

পাখির মতো চলব ভেসে
রোদ-করোজ্জ্বল আকাশে উড়্-
ডীন।

নদী

নদী তুমি কোথায় থাকো, কোথায় তোমার ঘর?
মাঠ পেরিয়ে গ্রাম ছাড়িয়ে উধাও নিরন্তর!
ছল-ছলা-ছল শব্দ তুলে নদী অবাক চোখে
বলল, আমি আসছি সুদূর হিমালয়ের থেকে।
সারা বছর পর্বত-গায় শুভ্র তুষার গলে
পরিণত হচ্ছে জেনো তুহিন শীতল জলে;
সেটাই আমি আনছি বয়ে চলছি এঁকেবেঁকে,
চলার পথে খানিকটা পাই বৃষ্টি আকাশ থেকে।
সেসব না হয় জানা গেল, কিন্তু কোথায় যাও?
কোথায় গিয়ে চলার শেষে একটু বিরাম পাও?
বলল নদী, যাই গো আমি সাগর মোহনায়
সেই তো আমায় আশ্রয় দেয় বুকের ঠিকানায়।
তার পরে দুই বন্ধু মিলে বিশাল জলধি
গড়ে তুলি, এবং তোমায় পানির যোগান দি'।
আমি যদি শুকিয়ে যাই তোমার কর্মফলে
কিংবা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত অবাধ চলাচলে,
মৃত্যু তখন হবে আমার, কিন্তু তোমাদেরও
মিলবে না ভাই রেহাই জেনো জীব-জন্তু কারও।
মনে রেখো, আমি আছি বলেই বসুন্ধরা
আজও সবুজ শস্য-শ্যামল চিত্তহরণ-করা।

এই বাংলা

ঘর হতে পা ফেললেই যে আঁকড়ে ধরে ভয়
চারিদিকে মূল্যবোধের চলছে অবক্ষয়।
কেউ দেয় না কারোরই দাম পারলে মারে কনুই
নইলে কথায় বিদ্ধ করে, ফোঁটায় তীক্ষ্ণ সুই।

স্বার্থে যদি আঘাত লাগে গর্জে এমন ওঠে
মুখ তো নয়, পায়ুপথের বদ্‌বু যেন ছোটে।
কেউবা আবার সদল-বলে মারতে আসে তেড়ে
গচ্ছিত সব ধন-সম্পদ জোর করে নেয় কেড়ে।
এমন হলেও রক্ষে ছিল, থামত যদি তাতে
মা-বোনদের ইজ্জতে হাত দিত না সেই সাথে।
অনাচারী দুর্জনেরা করুক যতই এসব
আসুন, তাদের রুখে দিয়ে করি মহোৎসব;
জনে জনে বিলিয়ে দিই অভয় সন্দেশ:
এই বাংলা হবে সোনার নতুন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের গ্রাম

রূপসা নদীর সবুজ পারে ছোট্ট আমার গাঁ
আয় না তোরা সবাই মিলে সে গাঁ দেখে যা।
হোক না বাড়ি নীলফামারী অথবা চাটগাঁ
বাস বা ট্রেনে যে পথেই হোক আসিস্ রে রূপসা।
রূপসা নদীর দু'পারে আজ দালানকোঠার সারি
নদীর উপর দীর্ঘ সেতু যানবাহন দেয় পাড়ি।
সেতু বলিস্ পুল, ব্রিজ আর যেটাই বলিস্ ভাই
একটু দূরে গিয়েই শুধু বাঁয়ে নিবি ঠাঁই।
দুচোখ মেলে দেখবি অঢেল সবুজ শস্যক্ষেত
পান-সুপোরি গাছের ফাঁকে নারকেল, বাঁশ, বেত।
আরও কত গাছ যে আছে গোনাগুন্‌তিহীন
পাখপাখালির গানের সুরে কেটে যাবে দিন।
সন্ধ্যা হলে বসিস্ গিয়ে কারোর বাড়ির দাওয়ায়
মন জুড়িয়ে যাবে দেখিস্ শান্ত শীতল হাওয়ায়।
মায়ের হাতের 'ভাটেল' চালের ঘ্রাণ-ওঠা ধূম ভাত
'সালুন' মেখে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে কাটাস্ রাত।
মধ্যরাতে উঠবে যখন পুব আকাশে চাঁদ
দেখবি আলোয় মেঘবালারা বুনছে মায়ার ফাঁদ।
সকাল হলে থাকবে জানি ফেরার ভীষণ তাড়া
তখনও যে গ্রামটি ঘুরে হয়নি দেখা সারা।

ধান-কাটা শেষ মাঠে কেমন নিশির শিশির পড়ে
হট্টিটি আর ফিঙেপাখি মাথার ওপর ওড়ে।
মাছরাঙা থির বসে থাকে হিজল-তমাল গাছে
ঠোঁটখানি তার ভরবে কখন জলের তাজা মাছে।
এসব অমল দৃশ্যাবলি যায় না কেনা দামে
এখনও ঢের পাওয়া যাবে বাংলাদেশের গ্রামে।

সোনালী আঁশ

রমরমা দিন আসছে ফিরে সোনালী আঁশ পাটের
যেমন ছিল দশক জুড়ে উনিশ শত ষাটের।
রকমারি পাটের পণ্য এ দেশ শুধু নয়
ছড়াবে সব ঘরে ঘরে গোটা বিশ্বময়।
সোনার রঙের সুতোর মতো সোনালী আঁশ পাট
রপ্তানি যে সেটাই হতো বেঁধে 'বেল' বা গাঁট।
এখন জানি বিজ্ঞানীরা সোনালী আঁশ দিয়ে
হরেক রকম দ্রব্য বানায় বুদ্ধিটা খাটিয়ে।
পাটের বস্তা, চটের থলি ঢের পুরোনো এসব
তৈরি দেদার হচ্ছে পাটে পণ্য অভিনব।
পাটের পার্স আর হ্যান্ডব্যাগেরই আছে কয়েক প্রকার
জুটম্যাক্সের পাশাপাশি কুশন ঘরের সোফার।
পাটের শাড়ি, শাল-সালোয়ার, শীতের দিনের চাদর
উঠলে গায়ে বলুন দেখি কে পাবে না আদর?
পাটের কাগজ উন্নত মান অথচ কম দাম
ফার্নিচারে পারটেক্সের ছড়াচ্ছে খুব নাম।
প্লাস্টিকের ঐ পণ্যে আছে ঝুঁকি যে বাস্তব
পাটসামগ্রী বহুৎ গুণে পরিবেশবান্ধব।
পাট আমাদের একক প্যাটেন্ট, অতীতের গৌরব
সবাই মিলে আসুন ছড়াই এ পাটের সৌরভ।

দেশ এগোচ্ছে

কে বলে সব শেষ হয়েছে 'সব সম্ভবের দেশে'
এখনও যে ধ্বংস বাঁচায় কচি শিশু হেসে।
দুর্ঘটনায় পড়ত ট্রেন কাটা ছিল লাইন
মাফলারে তাই উড়িয়ে ধ্বজা দিলো থামার 'সাইন'।
ট্রেন থামল রক্ষা পেল দেশের সম্পদ
প্রজন্মরাই বাঁচাবে দেশ আসুক না বিপদ।
খেলাপিরা যতই করুক ব্যাংকগুলোকে ফাঁকা
এখনও যে পুলিশ ফেরায় কুড়িয়ে পাওয়া টাকা।
হত্যা, গুম আর ইভটিজিঙের হলে শিকার কেউ
ভরসা পাই যখন ওঠে প্রতিবাদের ঢেউ।
তুচ্ছ এ-সব ঘটনাই যে দিচ্ছে সু-সন্দেশ
ধীরে হলেও এগোচ্ছে ঠিক প্রিয় বাংলাদেশ।

সত্যিই, কী বিচিত্র এই দেশ!

সত্যিই, কী বিচিত্র নাকি এই দেশ!
কী করে যে, কার কাছে এই সন্দেশ
পেয়েছিল সেলুকাস সেই দূর কালে
আজো যা লটকানো আমাদের ভালে।
মুখে বলি এক কথা, অন্তরে আর
তবু আমি নই ঠগ, মহা বাটপাড়।
মিথ্যাচার, চালবাজি কী করি না আমি!
হাসির আড়ালে ঢাকি ঘোর ধূর্তামি।
অঢেল বানাই টাকা দীন-হীন বেশে
ডলারে পাচার করি দূর পরদেশে।
আকাম যতই করি বর্ষশেষে গিয়ে
পাপ-তাপ মুছে আসি হজ্জব্রত দিয়ে।
পূত পাক লেবাস পরে ফিরে দেশে ফের
দেশের ও জনসেবা করে যাই ঢের।
চেনেনি দেশের লোক, চিনে সেলুকাস
আমার গোমর ভায়া করে গেছে ফাঁস।

এই চিঠিটা

এই চিঠিটা–
মা গো, তোমায় বিদেশ থেকে লিখছি জেনো আমি,
তুমি আমার আম্মু-সোনা, তুমি আমার 'মামি' (Mummy)
পড়তে যখন বসি আমি খোলা বাতায়নে
সকাল-সাঁঝে তোমার ও মুখ ভীষণ পড়ে মনে।

কেমন করে খাইয়ে দিতে
মুখে তুলে আদর করে
ব্যথা পেলে চুমু দিতে
বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে

সেসব স্মৃতি ভেসে ওঠে একলা যখন থাকি
ইচ্ছে করে প্রবল জোরে 'মা গো' বলে ডাকি।
ডেকে ডেকে রাজ্য-শহর সব করব জড়ো
বলব, আমার মা-জননী সবার চেয়ে বড়ো।
সবার চেয়ে বড়ো তুমি– স্বর্গ তোমার পায়ে
যেথায় থাকি ঠাঁই দিয়ো মা তোমার স্নেহের ছায়ে।

মা

মায়ের হাতের রান্না জেনো খুব সুস্বাদু, মিষ্টি
মানবকুলে 'মা' যে খোদার অতুল সেরা সৃষ্টি।
গর্ভে যখন থাকো তুমি নিজের শরীর সেচে
খাদ্য, পুষ্টি জোগান মাতা উত্তমটা বেছে।
স্বয়ং খাবার পান বা না-পান করেন না তার খেয়াল
গর্ভে শিশু সুস্থ থাকুক তাই তুলে দেন দেয়াল:
যেন কোনো রোগ-জীবাণুর না হয় আক্রমণ
কচি শিশুর সুগঠিত হবে শরীর-মন।
মর্ত্যে এসে প্রথম যেদিন ভূমিষ্ঠ হও তুমি
তোমার আগমনের খবর জানে জন্মভূমি:
সেদিন থেকেই 'মা'-টা তোমার লালন-পালন ভার

কাঁধে তুলে নেন জননী হাস্য মুখে তার।
রোগে-শোকে ভোগো যখন তার মতো কে আর
রাতটি জেগে পাহারা দেন তোমার চারিধার?
নির্ঘুম কত রাত কাটে মা'র তোমার শিয়র-পাশে
ক্লান্ত দেহ নুয়ে এলেও চোখ দুটো তার হাসে।
এমন মায়ের যত্নে-সেবায় বাড়ো দিনে-দিনে
তার দেখানো আত্মীয়-জন নাও সবারে চিনে।
যত বড়োই হও জীবনে জ্ঞানী-গুণী, কবি
মা যদি হন নাখোশ তবে বিফল হবে সবই।
মায়ের গুণের কত কথা লেখক-সাহিত্যিক
লিখে গেছেন, তবু জেনো নবীর কথাই ঠিক:
'মায়ের পদতলেই আছে সন্তানের জান্নাত'
সব ছাড়লেও ছেড়ো না তাই মা-জননীর হাত।

গুরু-শিষ্য খেলা

স্যার বললেন, পড়তে বসো
খাতা-কলম নিয়ে এসো
আজকে তোমায় নতুন কিছু শেখাই

দুই আর তিনে পাঁচ শুধু নয়
কখনও তা ছয়ও যে হয়
কেমন করে অঙ্ক কষে দেখাই।

আমি বললাম, আজকে পড়া
থাক না, স্যার, অঙ্ক করা
আসুন দু'জন 'গুরু-শিষ্য' খেলি

আপনি হবেন ছাত্র আমার
পড়াব আজ শুধুই গ্রামার
বলুন দেখি বানান করে, 'জেলি'।

পারলেন না। হাতটি বাড়ান
বেঞ্চে উঠে সটান দাঁড়ান
লাগছে কেমন বলুন দেখি এবার?